কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

দেবীগঞ্জে পুরোহিত খুন

রাবি ছাত্র আটক, অন্য তিনজন রিমান্ডে

পঞ্চগড় প্রতিনিধি ▷

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে সন্ত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায় হত্যার ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আটক অন্য তিনজনকে এ ঘটনায় করা দুই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ১৫ দিন করে হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের (রিমান্ড) আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার পঞ্চগড়ের জ্যেষ্ঠ বিচার বিভাগীয় হাকিম আদালতে হাজির করে তিনজনকে রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। গত রবিবার ঘটনার দিন রাতেই তাঁদের আটক করা হয়েছিল। এই তিনজন হলেন খলিলুর রহমান (৫৫), বাবুল হোসেন (২৮) ও জাহাঙ্গীর হোসেন (৩০)।

অন্যদিকে গত সোমবার বিকেলে আটক করা হয় নাজমুস সাকিব মুন (২৫) নামের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে। তিনি দেবীগঞ্জ উপজেলা সদরের মধ্যপাড়া মহল্লার আব্দুল খালেকের

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

রাবি ছাত্র আটক, অন্য তিনজন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ছেলে। মুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে স্নাতক শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছেন। কয়েক দিন আগে তিনি বাড়ি আসেন। উপজেলা সদরের সিনেমা হলের সামনে মাদ্রাসা মার্কেটে তাঁদের প্রসাধনসামগ্রীর দোকান রয়েছে।

গতকাল মুনকে আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ বলছে, তাঁকে হেফাজতে রেখে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এদিকে পুলিশের ধারণা, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি মঠপ্রধান যজ্ঞেশ্বর হত্যাকাণ্ডে জড়িত। দেশে গত বছর শিয়া মসজিদে, তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতির সময় রাজধানীতে হামলা, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হত্যা, পুলিশ ও বিদেশি হত্যার কয়েকটি ঘটনায় এই জঙ্গিগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার তথ্য উঠে এসেছে। রংপুরে জাপানি নাগরিক হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার এক জঙ্গি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছে। ঘটনার দিন রবিবার রাতেই মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) হত্যাকাণ্ডের স্বীকার করে বলে জঙ্গি হুমকি নজরদারির প্রতিষ্ঠান সাইট ইন্টেলিজেন্স দাবি করেছে। তবে পুলিশ সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মঠপ্রধান হত্যার ঘটনায় করা দুটি মামলায় খলিল, বাবুল ও জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার দেখানোর পর গতকাল তাঁদের আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুটি মামলায় আলাদাভাবে ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন জানায়। আবেদনের পক্ষে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পাবলিক প্রসিকিউটর) অ্যাডভোকেট আমিনুর রহমান ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পরিদর্শক আইয়ুব আলী যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁরা দুজনই এই তিনজনকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) সদস্য এবং ঘটনায় তাঁদের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে আদালতকে জানান। তবে আসামিদের পক্ষে আদালতে কোনো আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না।

সংক্ষিপ্ত শুনানি শেষে জ্যেষ্ঠ বিচার বিভাগীয় হাকিম মার্জিয়া খাতুন প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হত্যা মামলায় ১০ দিন এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনের মামলায় পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পরিদর্শক আইয়ুব আলী বলেন, ঘটনা সম্পর্কে গ্রেপ্তারকৃতরা এরই মধ্যে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছে। সেগুলো যাচাই-বাছাই এবং আরো তথ্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আটক মুনকে পুলিশ হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দেবীগঞ্জ থেকে আসামিদের কড়া পুলিশ পাহারায় পঞ্চগড়ে আদালতে আনা হয়। এ সময় আদালত এলাকায়ও পুলিশের সতর্ক পাহারা ছিল।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অভিযুক্ত খলিলুর রহমান ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলা মামলায় খালাস পেয়েছিলেন। বাবুল অন্য একটি মামলায় এবং জাহাঙ্গীর গত ৫ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনের পর একটি নাশকতা মামলায় কয়েক দিন কারাগারে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জাহাঙ্গীর ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

তবে খলিলুর রহমানের স্ত্রী শিল্পী আকতার (৪০) স্বামীর জেএমবি সম্পৃক্ততা এবং জাহাঙ্গীরের বাবা রফিকুল ইসলাম তাঁর ছেলের শিবির সম্পৃক্ততার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

যজ্ঞেশ্বর হত্যাকাণ্ডে জেএমবির জড়িত থাকার বিষয়ে তদন্ত তদারকদলের প্রধান পঞ্চগড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীন মোহাম্মদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ঘটনার পেছনে জেএমবি বা অন্য কোনো জঙ্গি সংগঠনের জড়িত থাকার বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় আছে। একইভাবে মঠের অভ্যন্তরীণ বিরোধসহ অন্য সব দিকও সামনে রেখে আমরা কাজ করছি।'

উল্লেখ্য, গত রবিবার সকালে উপজেলা সদরের পাশে দেবীগঞ্জের সোনাপোতা গ্রামে করতোয়া নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত শ্রীশ্রী সন্ত গৌড়ীয় মঠে ঢুকে দুর্বৃত্তরা মঠের অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়কে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে। তাদের গুলিতে আহত হন গোপাল চন্দ্র নামের একজন ভক্ত।

ওই রাতেই যজ্ঞেশ্বরের বড় ভাই রবীন্দ্রনাথ বাদী হয়ে হত্যা মামলা এবং পুলিশের উপপরিদর্শক মজিবর রহমান বাদী হয়ে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে আলাদা দুটি মামলা করেন।